ত্রিপুরা উচ্চ আদালত
আগরতলা
MAC App. No. 21 of 2012

বাদী:

ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
প্রতিনিধিত্বে: বিভাগীয় পরিচালক, আগরতলা বিভাগ, ওল্ড আর.এম. এস. চৌমুহনি, ডাকঘর: আগরতলা, থানা: পশ্চিম আগরতলা, জিলা: পশ্চিম ত্রিপুরা
(যানবাহন নং এ. এস-০৬বি-৮৫০৫ (গ্যাস ট্যাঙ্কার) এর বীমাকারী।)

আইনজীবী : শ্রী পি. গৌতম

দাবিদার – বিবাদী:

১. শ্রী সুনীল দেবনাথ,
পিতা: বসন্ত দেবনাথ, ঠিকানা- পদ্মাপুর, ধর্মনগর, ডাকঘর: ধর্মনগর, থানা: ধর্মনগর, জিলা: উত্তর ত্রিপুরা

২. শ্রীমতি কুসুম দেবনাথ, স্বামী: শ্রী সুনীল দেবনাথ, ঠিকানা: পদ্মাপুর, ধর্মনগর, ডাকঘর: ধর্মনগর, থানা: ধর্মনগর, জিলা: উত্তর ত্রিপুরা

মালিক- বিবাদী:

৩. শ্রী মুকুট কিশোর দেববর্মা,
পিতা: প্রয়াত কর্ণ কিশোর দেববর্মা, ঠিকানা: প্যালেস কম্পাউন্ড, উত্তর গেইট, আগরতলা, ডাকঘর: আগরতলা, থানা: পশ্চিম আগরতলা, জিলা: প্রাচীন ত্রিপুরা (এ. এস-০৬বি-৮৫০৫ নং গ্যাস ট্যাঙ্কারের মালিক)

আইনজীবী: শ্রী এ. ভৌমিক, অ্যাডভোকেট

মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রী দীপক গুপ্তা মহোদয় সমীপেষু
শুনানি, রায় এবং আদেশের তারিখ: ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫
প্রতিবেদন যোগ্য কিনা: না

-: রায় ও আদেশ (মৌখিক) :-

১. বীমা সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত এই আপিলটি হচ্ছে TS(MAC) 04 of 2011 নং মামলায় ২৯.০৯.২০১১ তারিখে প্রদত্ত মাননীয় মোটর এক্সিডেন্ট ক্লেম ট্রাইবুনাল, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা-এর রায়ের বিরুদ্ধে যেখানে ট্রাইবুনাল দাবিদারের প্রতি ৫,৫৯,০০০ টাকা অর্থরাশি ঘোষণা করেন।

২. এটি হল এমন আরেকটি মামলা যেখানে মাননীয় ট্রাইবুনাল ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করার ভিত্তি বুঝতে পারেননি। সাহচর্যের ক্ষতিপূরণ বাবদ পিতামাতার প্রতি দশ হাজার টাকা অর্থরাশি ঘোষণা করা হল। ইহা পিতামাতা, বিশেষতঃ মায়ের জন্য অপমানের সামিল যদি উনাকে ছেলের সহচর হিসাবে গণ্য

হয়ে থাকে। বিচারক সম্ভবত 'সাহচর্য' শব্দের অর্থ বুঝতে পারেননি। সাহচর্যের ক্ষতি বাবদ ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা যেতে পারে কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রীর জন্যই এবং পিতামাতা কিংবা সন্তানদের জন্য নয়। বিচারকদের বুঝতে হবে যে 'সাহচর্য' শব্দটি এসেছে 'সহচর' শব্দ থেকে এবং তাই এই অর্থরাশি পিতামাতার প্রতি ঘোষণা করার অর্থই হচ্ছে পিতামাতাকে অপমান করা।

৩. আপিলে বীমা কোম্পানির তরফ থেকে পেশকৃত একমাত্র যুক্তি হল এই যে আয়ের এক তৃতীয়াংশ মৃত ব্যক্তির নিজস্ব খরচ বাবদ বাদ দেওয়া হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির বয়স বিবেচনা করে গুণক প্রয়োগ হয়। আইনগত দিক থেকে আপিলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী গৌতম কর্তৃক পেশকৃত যুক্তি সঠিক কিন্তু আমি দেখতে পাই যে মাননীয় আদালত ভবিষ্যৎ প্রত্যাশার কথা বিবেচনা করে মৃত ব্যক্তির আয়ের সঙ্গে ৫০% যোগ করেননি। যদি সেই অর্থরাশি যোগ করা হতো, তাহলে মৃত ব্যক্তির বয়স বিবেচনা করে গুণক বব্যবহার করা হলেও ক্ষতিপূরণের পরিমান বাস্তবিক ঘোষিত অর্থরাশি থেকে বেশি হতো। মৃত ব্যক্তির বয়স মাত্র ২৪ বছর। ঘোষিত ক্ষতিপূরণের পরিমান হল ৫,৫৯,০০০ টাকা যা যুক্তিযুক্ত।

4. অতয়েব, আমি এই আপিলের মধ্যে কোনো গ্রহণযোগ্যতা খুঁজে পাই না এবং তাই ইহা যথাযথভাবে বাতিল করা গেলো। খরচ বাবদ কোনো আদেশ দেওয়া হল না।

নিম্ন আদালতের নথিপত্র অনতিবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

এই রায়টি ত্রিপুরা জুডিশিয়াল সার্ভিস এর সকল সদস্যদেরকে এক কপি করে বিলি করা হোক।

প্রধান বিচারপতি

<u>দায়বর্জন(Disclaimer)</u>

এই রায়টি শুধুমাত্র মাননীয় সর্বোচ্চ আদালতের এ.আই. কমিটিকে প্রেরণ করার জন্য বাংলা ভাষায় অনূদিত করা হলো। অন্য কোনো উদ্যেশ্যে বাংলায় অনূদিত এই রায়কে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক বা সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের ইংরেজি রায়টি যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকে অনুসরণ করতে হবে।